যুগান্তর

01 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ৭ ......

এসএসসির চতুর্থ দিনের পরীক্ষা সম্পন্ন

যুগান্তর ডেস্ক

এসএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিন অতিবাহিত হল। এদিনও সারাদেশে নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে কেন্দ্রগুলোতে। কিছু বহিষ্কারের ঘটনা ঘটলেও অন্যান্যবারের তুলনায় তা একেবারেই নগন্য। বিস্তারিত খবর পাঠিয়েছেন যুগান্তর প্রতিনিধিরা.

নওগাঁ : নওগাঁয় ৭ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে নওগাঁর বদলগাছি কেন্দ্রে ৩ ও রানীনগর, মান্দা, ধামইরহাট মহাদেবপুর কেন্দ্রে একজনক করে পরীক্ষার্থী নকলের দায়ে বহিষ্কার হয়। একইদিন দাখিল পরীক্ষায় ২১ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়। এছাড়া আগের দিন ৬ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

গাইবান্ধা : বাংলা দ্বিতীয় পত্রে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে মোট ৪৩ পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে ৯টি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ২৬ জন এবং ৪টি দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ৫টি এসএসসি ও ২টি দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে কেউ বহিষ্কৃত হয়নি।

জয়পুরহাট : জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে কর্তব্যরত একজন কক্ষ পরিদর্শকসহ (শিক্ষক) মোট ১৮ জন পরীক্ষার্থীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে এসএসসি বাংলা দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষায় ৫ জন এবং দাখিলের বাংলা পরীক্ষায় ১৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

কুড়িগ্রাম : সোমবার জেলায় ১৪ পরীক্ষার্থীকে নকল করার দায়ে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে ভিতরবন্দ কেন্দ্রে ৪ জন, ফুলবাড়ি কেন্দ্রে একজন, রাজিবপুর কেন্দ্রে একজন, নাজিমখা কেন্দ্রে ২ জন, চিলমারী কেন্দ্রে ৩ জন এবং উলিপুর বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩ জন।

সিরাজগঞ্জ : জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ৪০ জন এসএসসি ও ১৮ জন দাখিল পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। চৌহালী উপজেলার এনায়েতপুর মাদ্রাসা কেন্দ্র থেকে নকলে সহায়তার অভিযোগে ১ জন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

মোরেলগঞ্জ : দাখিলে ১ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ বৃহস্পতিবার থেকে গতকাল ৩১ মার্চ সোমবার পর্যন্ত ৪ দিনে এসএসসিতে ১৫ জন ও দাখিলে ১ জন শিক্ষক এবং ২৯ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

দাউদকান্দি : মদিনাতুল উলুম ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে দাখিলের ১৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : জেলায় কঠোর নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার নাচোল ও গোমস্তাপুর উপজেলায় ৪ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে এসএসসিতে নাচোল উপজেলায় ২ জন ও দাখিল পরীক্ষায় গোমস্তাপুর উপজেলায় ২ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) : চতুর্থ দিনে জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২, দাখিল মাদ্রাসায় ৪ ও বেখৈরহাটী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১ জনসহ ৭ জন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নেত্রকোনা : অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে জেলার ৫টি কেন্দ্র থেকে ৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

চাটমোহর : দাখিল পরীক্ষার চতুর্থ দিনে চাটমোহর এনায়েতুল্লাহ সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে নকল করার দায়ে ১৬ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে নকল চলছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে এসএসসি পরীক্ষায় মূলগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১ জন বহিষ্কার হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জ : ছয় উপজেলায় ২০ জন বহিষ্কার, ১ জন পরীক্ষার্থী গ্রেফতার এবং ৩ জন শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বহিষ্কৃতদের মধ্যে ১৮ জন এসএসসি ও ২ জন দাখিল পরীক্ষার্থী।

গজারিয়ার ভবেরচর ওয়াজির আলী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের বাইরে সুন্দর পরিবেশ লক্ষ্য করা গেলেও কক্ষের ভেতরে নকল করতে দেখা যায়। সকাল পৌনে ১০টার দিকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন দাউদকান্দি যাওয়ার পথে ওয়াজির আলী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঝটিকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি তিন পরীক্ষার্থীর শরীর চেক করে বহিষ্কার এবং তিন কক্ষ পরিদর্শককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির নির্দেশ দেন। পরীক্ষা চলাকালে একই কেন্দ্রের কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ জনকে বহিষ্কার করেন, এর মধ্যে ১১ জনই ছাত্রী।

শ্রীনগরে স্যার জে সি বোস কেন্দ্রে কক্ষ পরিদর্শক স্বরূপচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল মোত্তালেবকে রোল ২২০৩১২ রেজিঃ ৮৭৭৬১৫ বহিষ্কার করায় শিক্ষকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। তাকে পাবলিক পরীক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

বরিশাল ব্যুরো : পাঁচ জেলায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ২২ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে বরিশালে ৯, পটুয়াখালীতে ১, পিরোজপুরে ৩, ভোলায় ৫ এবং ঝালকাঠিতে ৪ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এদিকে মুলাদী কলেজ কেন্দ্রে নকল ধরার কারণে পরীক্ষার্থী আবদুর রশিদ পরিদর্শক মাওলানা শফিকুল ইসলামকে মারধর করে। সে অন্য পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রও ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। ওই কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩০ মিনিট আগে পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম পরীক্ষার্থী রশিদের কাছ থেকে নকল আটক করেন। কিন্তু তাকে বহিষ্কার করেননি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রশিদ পরিদর্শকের ওপর চড়াও হয়। সে অন্যদের উত্তরপত্র ছিনিয়ে নেয়ার সময় শিক্ষকরা তাকে বাধা দেন। এই ঘটনায় কেন্দ্র সচিব খোরশেদ আলম মুলাদী থানায় মামলা দায়ের করেন। মুলাদী কলেজ কেন্দ্র থেকে ৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়। আবদুর রশিদ মাহামুদ জান হাই স্কুলের ছাত্র।